জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য, প্রত্যাশা ও সম্ভাব্য করণীয়

ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সাবেক চেয়ারম্যান, বেলিড এবং
বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক
গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ
রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা।

সমাজ সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানব জ্ঞানেরও পরিবৃদ্ধি ঘটেছে। বিকশিত হয়েছে জ্ঞানের বহুবিধ প্রকৃতি ও ধারার। জ্ঞানচর্চা, সংরক্ষণ ও বাহনের জন্য মানব জ্ঞানকে ধারণ ও ধারণকৃত জ্ঞানকে যুগ-যুগান্তরে মানব কল্যাণে বিতরনের জন্য কালের আবর্তে একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে যার বর্তমান নাম হলো গ্রন্থাগার। মানব সভ্যতার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের হলেও গ্রন্থাগারের ইতিহাস ৪০০০ থেকে ৪৫০০ বছর মাত্র। আর আধুনিক গ্রন্থাগারের ইতিহাস ২৩০০ বছরের অধিক নয়। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারকে আধুনিক গ্রন্থাগার হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ এই গ্রন্থাগারের বিষয়ভিত্তিক পুস্তক বিন্যাস, সেবার ধরন ও পাঠদান অনেকটাই বর্তমান কালের ন্যায় ছিল। প্রাচীন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের দ্বায়িত্বে থাকতেন লেখক-পন্ডিত ব্যক্তিগণ । গ্রন্থাগারিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও পেশাদার গ্রন্থাগারিক হিসেবে এসব ব্যক্তিরা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে পুস্তক সংগ্রহ, কপি ও সংরক্ষণ করতেন এবং জ্ঞানের চর্চায় মগ্ন থাকতেন।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন নয়। তবে মঠ, মন্দির, মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার, রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রন্থাগার স্থাপনের নজির কয়েক শত বছর হলেও সামাজিক আন্দোলন হিসেবে ১৮৫৪ সালে যশোর, বগুড়া, রংপুর ও বরিশালে স্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে প্রথম গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয় । এরই ধারাবাহিকতার ১৮৫৪-১৮৯৯ সালে সারা দেশে স্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে আরও ১০টি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার হিসেবে ১৮৪২ সালে প্রথম ঢাকা কলেজ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত পৌনে দুই শত বছরের ব্যবধানে এখন বাংলাদেশে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সাথে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন কয়েক হাজার গ্রন্থাগারিকের সৃষ্টি হয়েছে যারা গ্রন্থাগার সেবার মান উন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের গ্রন্থাগারে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, তথ্যসামগ্রী সমৃদ্ধকরণ, সেবার মান উন্নয়ন এবং ডিজিটাইজেশনে গ্রন্থাগারিকদের নিরলস কাজের স্বীকৃতিই হলো বর্তমান সরকার কর্তৃক ৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থগার দিবস ঘোষণা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার দিবস, গ্রন্থাগারিক দিবস, গ্রন্থাগার সুহৃদ দিবস, গ্রন্থাগার সপ্তাহ, গ্রন্থাগারিক সপ্তাহ বা মাস ইত্যাদি নামে পালন করা হয়ে থাকে। তবে জার্মান গ্রন্থাগারিক সমিতি ১৯০০ সালে মে মাসে জার্মানীর মর্বার্গে প্রথম “জার্মান গ্রন্থাগারিক দিবস” পালন করা শুরু করে। আমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন ১৯৫৮ সাল থেকে প্রতি বছর এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে “জাতীয় গ্রন্থাগারিক সপ্তাহ” পালন করে আসছে। ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের জন্মদিন ১২ আগস্ট গ্রন্থাগারিক দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতিও ২০১০ সাল থেকে দেশের আধুনিক গ্রন্থাগারিকতা পেশা ও গ্রন্থাগার শিক্ষার পথিকৃত মুহম্মদ সিদ্দিক খানের জন্মদিন ২১ মার্চ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালন করে আসছিল, তবে বর্তমান সরকার ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান কেন্দ্রিয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিনটিকে (এটি বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের ইতিহাসে প্রথম সরকারী উদ্যোগ) স্মরণীয় করে রাখার উদ্যেশ্যে ৫ই ফেরুয়ারিকে “জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস” হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) ও

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)-সহ দেশের সকল গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ এবছর সরকার ঘোষিত ৫ই ফেরুয়ারি তারিখ "জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস" হিসেবে পালন করছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্যঃ

রাস্ট্র বা সমাজের নিকট কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতীমান হলে তা কোন একটি দিবস পালন ঘোষণার মাধ্যমে ঐ বিষয়ের উন্নয়ন, এসম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে। বর্তমান সরকার দেশের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং গ্রন্থমনষ্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যেই জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালনে জন্য প্রেরিত সরকারের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে "জ্ঞানার্জন, গবেষণা, চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশ, সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রাস্ট্রের জনসমষ্ঠিকে আলোকিত করে তোলা এবং পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিসহ যাবতীয় জ্ঞানভিত্তিক কর্মকান্ডে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। এই ভূমিকা সম্পর্কে জনসাধারণকে আরও বেশি সচেতন করে তোলার জন্যই জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের প্রবর্তন। .... রাজধানী থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিদ্যমান গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবহার ও গ্রন্থাগারের উপকারিতার বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে"। এ দিবসটি ঘোষণার ফলে দেশের গ্রন্থাগারিকতা পেশা সংশ্লিষ্ঠরা উদ্দীপ্ত হয়েছে, আশার আলোয় বুক বেঁধেছে এবং নিজেদেরকে পেশার উন্নয়নে আরও অধিক যোগ্য করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। এ দিবসের তাৎপর্য উপলব্দি ও দিবসটি পালনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থকার, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সুহৃদ এবং গ্রন্থ প্রকাশকেরা সম্মিলিতভাবে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সামাজিক আন্দোলন অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছে দিতে সক্ষম হবে।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের প্রত্যাশাঃ

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস দেশের জনগণের মাঝে গ্রন্থাগারের উপকারিতা, গ্রন্থাগার সেবা, তথ্যসামগ্রী ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। সামাজিক পর্যায়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিকাশ, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন, গ্রন্থাগারিকতা পেশার উৎকর্ষ সাধন, লেখক সৃষ্টি, মান সম্পন্ন গ্রন্থের প্রকাশ, পাঠক সৃষ্টি ও পাঠমনস্ক আলোকিত মানুষ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। সমাজ থেকে মূর্খতার অন্ধকার দূর হয়ে জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত সত্যিকার শিক্ষিত সমাজের সৃষ্টি হবে।

গ্রন্থাগার দিবসকে যথার্থ ও ফলপ্রসু করতে দিবসটি একটি দিনের জন্য পালনই যথেষ্ঠ নয়। এজন্য কর্মসুচী ভিত্তিক বছর ব্যাপী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দিবসটির সুফল পেতে হলে ৫ই ফেরুয়ারি গ্রন্থাগার দিবস পালনের দিনে আগামী ১বছরের জন্য দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিকল্পনা ঘোষণা করতে হবে। দেশের গ্রন্থাগারগুলো যেহেতু বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে অবস্থিত তাই সকল গ্রন্থাগারকে একটি প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে ন্যাস্ত করতে পারলে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজতর হবে। দেশের সকল গ্রন্থাগারকে একক প্রশাসনিক কাঠামোতে আনতে হলে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ -এর সুপারিশকৃত "স্থায়ী গ্রন্থাগার কমিশন" প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্থায়ী গ্রন্থাগার কমিশন দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, গ্রন্থাগারের মাঝে নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং সমন্বিত গ্রন্থাগার সেবার মান উন্নয়নে তদারকি ও প্রয়োজনে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করবে।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের করণীয়ঃ

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস একটি দিন পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি প্রতীকী দিবস, যার মাধ্যমে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সেবায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্টব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ, সারা বছর ব্যাপী কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার উন্নয়ন, পাঠক সেবা, পাঠাভ্যাস সৃষ্টি এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সামাজিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখবে।

এ দিবসে সরকার, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ঠ পেশাজীবী সংগঠন এবং গ্রন্থাগার সুহৃদগণ বিগত বছরের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার উন্নয়নের চিত্র প্রকাশ করবে এবং আগামী বছরের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিকল্পনা ঘোষণা করবে। প্রতি বছর জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ঠরা সারা বছর ব্যাপী এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্মসুচীর অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত কর্মকান্ড গুলো পরিচালিত করবে। প্রস্তাবিত স্থায়ী গ্রন্থাগার কমিশন গঠন হলে কর্মকান্ড গুলো সমন্বয়ের ও তদারকির দায়িত্ব কমিশনের উপর ন্যাস্ত হবে।

১। স্থায়ী গ্রন্থাগার কমিশন গঠনঃ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ -এর সুপারিশের আলোকে স্থায়ী গ্রন্থাগার কমিশন গঠন করতে হবে। কমিশন দেশের সকল গ্রন্থাগারকে একক প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত করবে এবং সরকারকে গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করবে।

২। আর্থিক সহায়তাঃ

যেকোন উন্নয়নেই আর্থিক সংশ্লিষ্ঠতা থাকে। তাই দেশের বাজেটে গ্রন্থাগার উন্নয়নে পৃথক খাত সংযুক্ত করা যেতে পারে। সেই সাথে গ্রন্থাগার কর হিসেবে জনগণের নিকট সামান্য কর চাওয়া যাতে পারে। ক্ষেত্র-বিশেষে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপও বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩। গ্রন্থাগারের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রচারঃ

গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার সৃষ্টির অংশ হিসেবে প্রচার মাধ্যমে নিম্নোক্ত ভাবে প্রচার করা যেতে পারে-

(ক) জাতীয় প্রচার মাধ্যম যেমন- টেলিভিশন এবং রেডিওতে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রচার ও আলোচনার আয়োজন করতে হবে।

(খ) জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক প্রত্রিকায় পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সেবার গুরুত্ব তুলে ধরে ক্রোড়পত্র, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করতে হবে।

(গ) জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থাগারের ওয়েব সাইট সজ্জিত করতে হবে এবং গ্রন্থাগার সেবার গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে।

(ঘ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমঃ

(১) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব তুলে ধরে মতামত, প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি প্রকাশ করতে হবে ।

(২) ইউ-টিউব এ গ্রন্থাগারের কার্যক্রম, সেবা, গুরুত্ব সম্পর্কিত ভিডিও প্রকাশ করতে হবে। এছাড়াও বিশিষ্ঠ গ্রন্থাগারিক, লেখক, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগার সুহৃদের সাক্ষাতকারের ভিডিও ইউ-টিউবে প্রকাশ করতে হবে ।

(৩) গ্রন্থাগারিকগণ লেখক, প্রকাশক, পাঠক, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিশিষ্ঠ ব্যক্তিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের শুভেচ্ছা জানাবে।

৪। আলোচনা সভা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদিঃ

(ক) প্রতিটি গ্রন্থাগার তার পাঠক ও স্থানীয় বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের আলোচনার আয়োজন করবে।

(খ) প্রতিটি গ্রন্থাগার সারা বছর ব্যাপী গ্রন্থাগার বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

৫। র‍্যালী, মেলা ও প্রদর্শনীঃ

(ক) লেখক, প্রকাশক, গ্রন্থাগারিক, পাঠক, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে র‍্যালীর আয়োজন করতে হবে।

(খ) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।

(গ) গ্রন্থাগারে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের ব্যানার, পোস্টার, ডিসপ্লের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। মিলন মেলার আয়োজনঃ

(ক) লেখক, প্রকাশক, গ্রন্থাগারিক, পাঠক, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের মাঝে সেতু বন্ধন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে মিলন মেলার আয়োজন করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ের এ মিলন মেলায় মাননীয় প্রধানন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

(খ) এ মিলন মেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার সংগঠক, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারিক, শ্রেষ্ঠ লেখক, শ্রেষ্ঠ প্রকাশক এবং শ্রেষ্ঠ গবেষককে পুরষ্কৃত করবেন।

৭। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডঃ

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যেমন- বইপাঠ, আবৃতি, বিতর্ক, পাঠচক্র, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আলোচনা করতে হবে। এসকল কর্মসূচীতে স্থানীয় প্রশাসন, জন প্রতিনিধি, লেখক ও সমাজের বিশিষ্ঠজনদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

৮। গ্রন্থাগারিক, লেখক ও পাঠক যোগাযোগঃ

(ক) গ্রন্থাগারিকগণ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে পাঠক ও লেখকদের সাথে ই-মেইল, এস এম এস, পত্রযোগাযোগ অথবা শুভেচ্ছা কার্ড প্রেরণ করবে।

(খ) গ্রন্থাগারিকগণ স্থানীয় প্রশাসন, জন প্রতিনিধি ও বিশিষ্ঠজনদের সাথে সাক্ষাত করে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের শুভেচ্ছা জানাবে।

(গ) এই দিবসে প্রিয়জন ও পাঠকদের মাঝে উপহার হিসেবে বই বিতরন করা যেতে পারে।

৯। গ্রন্থাগার পেশাজীবী সংগঠনের ভুমিকাঃ

(ক) গ্রন্থাগার পেশাজীবী সংগঠন গুলো জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের আলোচনার আয়োজন করবে।

(খ) গ্রন্থাগার পেশাজীবী সংগঠন গুলো তাদের সদস্যদেরকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিবে।

(গ) জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সরকারের সকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ঘ) সারা বছর ব্যাপী গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ক ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স এবং গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির আয়োজন করবে।

(ঙ) গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার সমিতির নেত্রীবৃন্দ স্থানীয় গ্রন্থাগার গুলো পরিদর্শন করবে।

(চ) গ্রন্থাগার সমিতির নেত্রীবৃন্দ চাকুরীদাতা, পরিকল্পনাবিদ, রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাত করে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা পেশার উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করবে এবং তাদের সার্বিক সহায়তা চাইবে।

উপসংহারঃ

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা, রাষ্ট্র কর্তৃক দেশের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা পেশার সম্মানজনক স্বীকৃতি। গত পৌনে দুই শত বছরের নিরবিচ্ছিন্ন অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হলো ৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। দেশের গ্রন্থাগারিকরা গ্রন্থাগারিকতা পেশায় অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চসম্মান স্বাধীনতা পদক অর্জন করেছে। আর বর্তমান সরকার গ্রন্থাগারিকতা পেশাকেই রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়েছে। এই জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালনের মাধ্যমে দেশের জনগণ ব্যাপক ভিত্তিক গ্রন্থাগার মূখী হবে এবং নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।